সপ্তম অধ্যায়

অর্থ ও ব্যাংক ব্যবস্থা

Money & Banking System

আধুনিক অর্থনীতিতে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ সর্বজনস্বীকৃত ও গৃহীত। অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম দ্রব্য ও সেবার মূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয় বাহন হিসেবে কাজ করে। সুতরাং সরকার কর্তৃক প্রবর্তিত যে বস্তু মূল্যের পরিমাপক দেনা পাওনা মেটানোর উপায় হিসেবে সর্বত্র গ্রহণযোগ্য, সঞ্চয়ের বাহন, ঋণের ভিত্তি হিসেবে স্বীকৃত, তাকেই অর্থবলে। বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন নামে পরিচিত। যেমন- বাংলাদেশে টাকা, আমেরিকান ডলার, ইউরোপের অধিকাংশ দেশে ইউরো।

অর্থের প্রকারভেদ

বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থের শ্রেণীবিভাগ করা যায়। তৈরীর উপকরণের দিক থেকে অর্থকে দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা -

ক. ধাতব মুদ্রা

ধাতব খন্ড দ্বারা তৈরি যে মুদ্রার মাধ্যমে মানুষ প্রাত্যহিক জীবনের লেনদেন করে তাকে ধাতব মুদ্রা বলে। বাংলাদেশ ৫ টাকা, ২ টাকা, ১ টাকা, ৫০পয়সা ইত্যাদি ধাতব মুদ্রা আছে।

খ. কাগজি নোট

যেসব মুদ্রা কাগজ দ্বারা তৈরি করা হয় তাকে কাগজি নোট বলে। বাংলাদেশের ১ টাকা, ২ টাকা, ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকার নোট।

কাগজী মুদ্রা কে দুই ভাগে ভাগ করা যায়।

ক. রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা

রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা বলতে বুঝায় যে কাগজি নোট এর পরিবর্তে চাওয়ামাত্র সরকার সমমূল্যের দেশীয় মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে। বাংলাদেশ রূপান্তরযোগ্য নোট হলো-৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকার নোট।

খ. রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা

রূপান্তর অযোগ্য মুদ্রা বলতে বোঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে সরকারের কাছ থেকে কোন বৈদেশিক মুদ্রা, সোনা, রুপা পাওয়া যায় না। বাংলাদেশ রূপান্তর অযোগ্য কাগজি নোট হলো- ১ টাকা ও ২ টাকার নোট।

গ্রহণের বাধ্যবাধকতার দিক থেকে অর্থকে আবার দুভাগে ভাগ করা যায়। যথা-

১. বিহিত অর্থ

যে অর্থ সরকারি আইন দ্বারা প্রচলিত তাকে বিহিত অর্থ বলে। আমাদের দেশের বিহিত অর্থ সরকার ও কেন্দ্রীয় ব্যাংক কর্তৃক প্রচলিতধাতব মুদ্রা ও কাগজি নোট নিয়ে গঠিত।

বিহিত অর্থকে দুই ভাগে ভাগ করা যায়-

ক. অসীম বিহিত অর্থ

যে বিকৃত অর্থ দ্বারা আইনগত যে কোন পরিমাণ লেনদেন করা যায় এবং দেনা পাওনা পরিশোধ করলে পাওনাদার তা গ্রহণ করতে বাধ্য থাকে। আমাদের দেশের অসীম গৃহীত অর্থ হলো- ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০ টাকা, ২০০টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকার নোট।

খ. সসীম বিহিত অর্থ

যে বিহিত অর্থ দ্বারা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত লেনদেন করা যায়। আইনগতভাবে জনগণকে অধিগ্রহণে বাধ্য করা যায় না এবং জনগণ তার ইচ্ছা অনুযায়ী তা গ্রহণ করতে পারে। আমাদের দেশের সসীম বিহিত অর্থ হলো- ৫০ পয়সা, ১ টাকা, ২ টাকা ও ৫ টাকার ধাতব মুদ্রা।

২. ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ

বর্তমানে ব্যবসায়িক লেনদেন ও দেনা পাওনা পরিশোধ করতে ব্যাংক হিসাব বা ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে। তবে তা গ্রহণ করতে কাউকে বাধ্য করা যায় না। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে বা ঋণ প্রদান করে অর্থ সৃষ্টি করতে পারে। ব্যাংক সৃষ্ট আমানতের বিপরীতে চেক কেটে লেনদেন করা যায়।

অর্থের কার্যাবলী

১. বিনিময়ের মাধ্যম

অর্থ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়। বিক্রেতা কোন দ্রব্যের বিনিময়ে অর্থ গ্রহণ করে আবার ক্রেতাও অর্থের বিনিময়ে দ্রব্য-সামগ্রী গ্রহণ করে। এভাবে অর্থের দ্বারা যেকোনো সময় যেকোনো পরিমাণ পণ্য ও সেবা ক্রয় বিক্রয় করা যায়।

২. মূল্যের পরিমাপক

অর্থ সাহায্যে আমরা সহজেই পণ্য ও সেবার মূল্য পরিমাপ করে অতীত ও ভবিষ্যতের পণ্য ও সেবার মূল্য সম্বন্ধে তুলনামূলক আলোচনা করতে পারি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, একজন ৫০ টাকা দিয়ে একটি বই ক্রয় করে এক্ষেত্রে ৫০ টাকা হল মূল্যের পরিমাপক।

৩. সঞ্চয়ের বাহন

অধিকাংশ দ্রব্যসামগ্রী পচনশীল বলে দ্রব্য সামগ্রী এর মাধ্যমে মাধ্যমে সঞ্চয় করা সম্ভব নয়। তাছাড়া সেবা জীবন্ত উপকরণ তাই শ্রম ও সেবা সঞ্চয় করে রাখা যায় না। কিন্তু অর্থ দ্বারা সব কিছুর বিনিময় করা যায় বলে এরূপ দ্রব্য যোগ্য সামগ্রী ও সেবার মূল্য অর্থের মাধ্যমে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

৪. স্থগিত লেনদেনের বাহন

স্থগিত লেনদেন বলতে ভবিষ্যৎ দেনাপাওনা কে নির্দেশ করে। সব দেনা-পাওনার হিসাব নিকাশ অর্থের মাধ্যমে করা হয়। অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ এবং ঐ ঋণ পরিশোধ করার ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে চলতে পারে। তাই অর্থকে স্থগিত লেনদেনের বাহন হিসেবে গণ্য করা হয়।

বাণিজ্যিক ব্যাংক

যে ব্যাংক কোন ব্যাক্তি বা প্রতিষ্ঠান অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং ব্যবসার উদ্দেশ্যে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে ঋণ প্রদান করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। বাণিজ্যিক ব্যাংক আমানতকারীদের স্বল্প হারে সুদ প্রদান করে এবং ঋণ গ্রহীতাদের কাছ থেকে অধিকার আদায় করে। এ দুয়ের পার্থক্যই হলো মুনাফা। বাংলাদেশের বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলো হল- সোনালী ব্যাংক, জনতা ব্যাংক, অগ্রণী ব্যাংক,রূপালী ব্যাংক, উত্তরা ব্যাংক প্রভৃতি।

বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যাবলী

বাণিজ্যিক ব্যাংক বর্তমানকালে বহুমিখী কার্য সম্পাদন করে রাষ্ট্রের একটি অপরিহার্য প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। নিম্নে বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রধান কার্যাবলী আলোচনা করা হলো-

১. আমানত গ্রহণ

বাণিজ্যিক ব্যাংকের প্রথম এবং প্রধান কাজ হচ্ছে ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান নিকট হতে আমানত গ্রহণ করা। বাণিজ্যিক ব্যাংক তিন ধরনের আমানত গ্রহণ করে। যথা-

ক. চলতি আমানত

খ. সঞ্চয়ী আমানত

গ. স্থায়ী আমানত

২. ঋণ দান করা

৩. বিনিময়ের মাধ্যম সৃষ্টি

৪. দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্যে সহায়তা

৫. অর্থ স্থানান্তর

৬. রেমিট্যান্স

৭. সঞ্চয় বৃদ্ধি

উপরিউক্ত কার্যাবলী ছাড়াও আরও কিছু কার্যাবলি সম্পাদন করে। যেমন-

ক. জনগণের মূল্যবান জিনিসপত্র, যেমন- দলিলপত্রাদি ও মূল্যবান অলঙ্কার ইত্যাদি নিরাপদে লকারে রাখে।

খ. বিভিন্ন কোম্পানির শেয়ার, মেয়াদি ঋণ পত্র ও সরকারি বন্ড ক্রয়-বিক্রয় সহায়তা করে।

গ. সম্পত্তি দেখাশোনা, সম্পত্তির কর আদায় ও প্রদানের ব্যবস্থাপূর্বক অছির দায়িত্ব পালন করে।

ঘ. গ্রাহকদের স্বার্থে আর্থিক সচ্ছলতা সনদপত্র প্রদান করে, গোপনীয়তা রক্ষা করে.

ঙ. গ্রাহকদের প্রতিনিধি হিসেবে বিনিময় বিল, বাড়িভাড়, আয়কর, প্রিমিয়াম এবং বৈদ্যুতিক বিল ইত্যাদি সংগ্রহ ও প্রদান করে।

ব্যাংক হিসাব

বিশ্বের সব দেশে বর্তমানে যে কোন ধরনের লেনদেন ও দেনা পাওনা পরিশোধের জন্য ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। ব্যাংক সৃষ্ট অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মানুষ গ্রহণ করে। অর্থাৎ ব্যাংক আমানত বা হিসাবকে অর্থ হিসেবে গণ্য করা হয়।

সমবায় ব্যাংক

সমবায়ের নীতিমালার ভিত্তিতে গঠিত এবং পরিচালিত ব্যাংক হলো সমবায় ব্যাংক। পারস্পরিক সহায়তায় ভিত্তিতে স্বল্পসুদে ঋণ প্রদান করায় সমবায় ব্যাংকের উদ্দেশ্য। সমবায় ব্যাংক দরিদ্র বিমোচন এবং খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধির লক্ষ্যে ঋণ প্রদান করে।

গ্রামীণ ব্যাংক

গ্রামীণ ব্যাংক হলো গ্রামের স্বল্প জমির মালিক, ভূমিহীন এবং অন্যান্য দরিদ্র নারী-পুরুষের মাঝে ব্যাংকিং সেবা পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বিশেষ আর্থিক প্রতিষ্ঠান। ১৯৮৩ সালে একটি বিশেষ অর্থলগ্নিকারী প্রতিষ্ঠান হিসেবে গ্রামীণ ব্যাংক আত্মপ্রকাশ করে। কৃষি খাতের উন্নয়নের জন্য এ ব্যাংক শাক-সবজি চাষ, গাভী পালন, মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন ও জমি চাষাবাদ খাতে ঋণ প্রদান করে। গ্রামীণ ক্ষুদ্র শিল্পেও ঋণ প্রদান করে, দরিদ্র অসহায় মহিলা ও সুবিধাবঞ্চিত বেকারদের কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে পুনর্বাসিত করে।

দ্রব্য বিনিময় প্রথা

অর্থ আবিষ্কারের পূর্বে মানুষ দ্রব্যের বিনিময়ে দব্য সংগ্রহ করত। যেমন- কৃষক তার ধানের বিনিময়ে তাতির কাছ থেকে কাপড়, জেলে তার মাছের বিনিময় কুমোরের নিকট থেকে হাড়ি পাতিল সংগ্রহ করতো। এভাবে মানুষ এক দ্রব্যের পরিবর্তে অন্য দ্রব্য বিনিময় করে অভাব পূরণ করত। এ ব্যবস্থাকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে। বাংলাদেশের গ্রামাঞ্চলে এখনো দ্রব্য বিনিময় প্রথার প্রচলন দেখা যায়।

দ্রব্য বিনিময় প্রথার প্রধান অসুবিধাসমূহ

দ্রব্য বিনিময় প্রথার প্রধান অসুবিধা হলো বিনিময়কারী ব্যক্তিদের অভাবের অমিল। যেমন- একজন তাতি কাপড়ের বিনিময়ে ধান চায়। কিন্তু কৃষকের কাপড়ের দরকার নেই। এমতাবস্থায় ধান ও কাপড়ের বিনিময় সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে তাদেরকে এমন ব্যক্তিকে খুজতে হবে যে কাপড়ের বিনিময়ে ধান দিতে ইচ্ছুক, যা কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ।

রূপান্তর যোগ্য মুদ্রা

কাগজি মুদ্রা কে যে দুটি ভাগে ভাগ করা হয়। তার মধ্যে একটি হচ্ছে রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা। রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা বলতে বোঝায় যে কাগজি নোটের পরিবর্তে চাওয়া মাত্র সরকার সমমূল্যের দেশীয় মুদ্রা দিতে বাধ্য থাকে। বাংলাদেশের রূপান্তরযোগ্য মুদ্রা হলো ৫ টাকা, ১০ টাকা, ২০ টাকা, ৫০ টাকা, ১০০টাকা, ২০০ টাকা, ৫০০ টাকা, ১০০০ টাকার নোট।

অর্থের প্রথম ও প্রধান কাজ কোনটি

অর্থের প্রথম ও প্রধান কাজ হল বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে লেনদেন সম্পন্ন করা। অর্থ সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বলে অর্থের বিনিময়ে লেনদেন সম্পন্ন হয়।

দ্রব্য বিনিময় প্রথায় দ্রব্যের অবিভাজ্যতা

এমন অনেক দ্রব্য আছে যেগুলোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে আংশিকভাবে তা বিনিময় করা যায় না। যেমন- একজন ব্যক্তির একটি মহিষ আছে এবং তার একটি হাঁসের প্রয়োজন। হাসের তুলনায় মহিষের পরিমাণ অনেকগুণ বেশি। এ অবস্থায় মহিষকে কয়েকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে ভাগ করে তার একটি অংশের সাথে হাঁসের বিনিময় সম্ভব নয়। এরূপ সমস্যাকে দ্রব্য বিনিময় প্রথার অবিভাজ্যতা বলে।

অর্থ ঋণের ভিত্তি

অর্থের মাধ্যমে ঋণ গ্রহণ সহজ ও ওই ঋণ পরিশোধ করাও সুবিধাজনক। ফলে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নির্বিঘ্নে চলতে পারে। বর্তমান সময়ে অধিকাংশ ব্যবসায়িক লেনদেন চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল ইত্যাদিও ঋণপত্রের মাধ্যমে সম্পন্ন করে। ব্যাংক আমানত হিসেবে রক্ষিত নগদ অর্থের ভিত্তিতেই এসব ঋণপত্র প্রচলন করে। তাই অর্থকে ঋণের ভিত্তি হিসেবে গণ্য করা হয়।

সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সুবিধা

সঞ্চয়ী হিসাব খোলার সুবিধা হলো একটি নির্দিষ্ট সময় মেয়াদে সাধারণত সপ্তাহে দুবার অর্থ উঠানো যায়। তাছাড়াও এই সঞ্চয়ী হিসাবের ওপর ব্যাংক কিছু সুদ দেয়।

অর্থ দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করে

অর্থের প্রচলন দ্রব্য বিনিময় প্রথার যেসব অসুবিধা দূর করে তা নিম্নরূপ-

১. দ্রব্য বিনিময় প্রথায় বিনিময় ইচ্ছুক ব্যক্তিদের অভাবের অমিলের জন্য বিনিময় কার্য বিঘ্নিত হতো। কিন্তু অর্থের সাহায্যে যে কোন বস্তু ক্রয়-বিক্রয় করা যায় বলে সে সমস্যার সমাধান হয়েছে।

২. অর্থ ব্যবহারের ফলে আগের মত দ্রব্যকে ভাগ করে বিনিময় করার প্রয়োজন হয় না।

৩. দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় দ্রব্যের মূল্য নির্ধারণের সমস্যা ছিল। কিন্তু বর্তমানকালে যে কোন বস্তুর মূল্য অর্থের মাধ্যমে প্রকাশ করা যায়।

৪. দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে দ্রব্যসামগ্রী জমিয়ে রাখা সম্ভব হতো না। কিন্তু এখন যে কোন জিনিসের মূল্য অর্থের মাধ্যমে সহজে সঞ্চয় করা যায়। এজন্য দ্রব্য সঞ্চয়ের মাধ্যমে মূল্য বিনষ্টের ঝুঁকি নিতে হয় না।

৫. অর্থ প্রচলনের ফলে ঋণ গ্রহণ ও পরিশোধ সহজ হয়েছে। কোন দ্রব্যসামগ্রীর পরিবর্তে অর্থ ঋণ নেওয়া হয় এবং অর্থ দিয়ে তা পরিশোধ করা হয়।

কেন্দ্রীয় ব্যাংক

যে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে দেশের সামগ্রিক ব্যাংক ব্যবস্থা গড়ে ওঠে এবং যে ব্যাংক দেশের সমগ্র ব্যবসায়ী ও মুদ্রা ব্যবস্থা কে নিয়ন্ত্রণ করে, সে আর্থিক প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বলা হয়। আমাদের দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক।

কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

ক. নিকাশ ঘর

খ. কেন্দ্রীয় ব্যাংকের কার্যাবলী

গ. নোট ও মুদ্রার প্রচলন

ঘ. সরকারের ব্যাংক

ঙ. অন্যান্য ব্যাংকের ব্যাংক

চ. ঋণ নিয়ন্ত্রণ

ছ. সর্বশেষ ঋণদাতা

জ. বিনিময় হার নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ

এ ছাড়াও নিম্নোক্ত কার্যাবলী সম্পাদন করে

ক. তালিকাভুক্ত ব্যাংক সমূহের নিয়োজিত জনশক্তির মান উন্নয়নে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান করে।

খ. অধিভুক্ত সকল আর্থিক প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম সঠিকভাবে হচ্ছে কি না তা যাচাই করে এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ প্রদান করে।

গ. জনগণের সুবিধার কথা চিন্তা করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নয়নে বিভিন্ন নিয়ম-কানুন তৈরি ও বাস্তবায়ন করে।

ঘ. দেশে-বিদেশে বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহের স্থাপনে সহায়তা করে।

ঙ. দেশবাসীর অবগতির জন্য সরকারের আর্থিক নীতি প্রণয়নের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন অর্থনৈতিক কার্যাবলি তথ্য সংগ্রহ ও সংকলন প্রকাশ করে এবং গবেষণার কাজ পরিচালনা করে।

চ. অর্থনীতির বিভিন্ন খাত, যেমন- কৃষি, শিল্প ও সেবা (ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ) খাতের উন্নয়নের জন্য কেন্দ্রীয় ব্যাংক বিভিন্ন নীতি গ্রহণ করে।

বাংলাদেশ ব্যাংক

বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নাম বাংলাদেশ ব্যাংক স্বাধীনতা লাভের পর দেশের ব্যাংক ও মুদ্রা ব্যবস্থা নেতৃত্ব প্রদানের জন্য ১৯৭২ সালে রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশ ব্যাংক অধ্যাদেশ- ১৯৭২ এর বলে বাংলাদেশে অবস্থিত সাবেক স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান এর সকল সম্পদ ও দায় নিয়ে বাংলাদেশ ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। অর্থ এবং ঋণ ব্যবস্থাকে সঠিক পথে পরিচালিত করে স্থিতিশীলতা বজায় রাখার মাধ্যমে দেশের উন্নয়ন, শিল্পায়ন ও আত্মকর্মসংস্থান তথা দেশের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও জনগণের সামগ্রিক কল্যাণ সাধনে কাজ করে।

বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক

কৃষি খাতের গতিশীলতা বৃদ্ধি, কৃষি স্বনির্ভরতা অর্জন এবং সার্বিক কৃষি উন্নয়নের লক্ষ্যে বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়। স্বাধীনতা লাভের পর বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক অধ্যাদেশ-। ১৯৭৩ রাষ্ট্রপতির আদেশবলে পাকিস্তান কৃষি ব্যাংকের সকল দায় ও সম্পদ নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়।

ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক

৩১ ডিসেম্বর ২০০৯ তারিখে সরকারের সিদ্ধান্তের আলোকে সরকার ও বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেডের পরিচালনা পর্ষদ এর মধ্যে ভেন্ডর এগ্রিমেন্ট স্বাক্ষরিত হয়। এর মাধ্যমে বাংলাদেশ শিল্প ব্যাংক ও বাংলাদেশ শিল্প ঋণ সংস্থা নামক প্রতিষ্ঠান দুটি একীভূত করে বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড গঠিত হয়।

গ্রামীণ ব্যাংকের কার্যাবলী

ক) গ্রামীণ এলাকায় দরিদ্র পুরুষ ও মহিলাদের জন্য ব্যাংকিং সুবিধা প্রদান করে।

খ) গ্রামীণফোন থেকে গ্রামীণ দরিদ্র জনসাধারণকে রক্ষা করে।

গ) গ্রামীণ বিশাল জনগোষ্ঠীর জন্য কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করে।

ঘ) ভূমিহীন ও গরিব পরিবারের মহিলাদের জন্য কাজের ব্যবস্থা করে।

ঙ) গ্রামীণ সমাজের দুর্বল অংশগুলোকে সাংগঠনিক সাহায্য দিয়ে অতিরিক্ত জামানত ছাড়াই ঋণ পাওয়ার উপযুক্ত করে তোলে।

চ) সুযোগ সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামোর আওতায় সংঘবদ্ধ করে।